শ্রাবণের সোনালি রোদ্দুর নামে অরণ্যে

মাহমুদ আলী

উৎস প্রকাশন

প্রকাশনায় চব্বিশ বছরে
উৎস প্রকাশন

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৪

প্রকাশক
মোস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০ ২ ৯৬৭৬০২৫, ০১৭৫ ৪৯৮৭৯৩৫, ০১৭১৫ ৪০৪১৩৪
ই-মেইল : utsopro2001@gmail.com

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

দাম : ২০০ টাকা

ISBN : 978-984-98159-7-6

সূচি

শ্রাবণের সোনালি রোদ্দুর নামে অরণ্যে / ৯
অনন্তযাত্রা / ১২
ভাস্কর্যের পাদদেশে / ১৩
আমি ক্রীতদাস নই / ১৪
ইউক্রেন, আমার জন্মভূমি / ১৫
নিষিদ্ধ ইশতেহার / ১৭
নোটিশ / ১৭
অবিন্যস্ত এক রাত / ১৮
অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি / ১৯
আবদ্ধ গুহায় / ২০
বিভ্রান্ত জাহাজ / ২১
গাজা উপত্যকা / ২১
দেবদারুগাছ / ২৩
তবু আশা থাকে / ২৪
নীলাদ্রি হ্রদ / ২৪
বাষ্প হয় কবিতার পঙ্‌ক্তি / ২৫
আবদ্ধ বাণী / ২৬
আমি যখন / ২৬
স্বরলিপি / ২৭
আমার ঠিকানা রেখে যাব / ২৮
এখানে আছে / ২৯
মানুষের তবু কোলাহল নেই / ২৯
তোমার সবুজ রঙে / ৩১
শাণিত আঘাত / ৩১
সোনালি সফেন / ৩২
ক্ষত / ৩৩

মানুষ / ৩৪
মনের শিশির / ৩৫
একটি পুরাকীর্তি / ৩৫
বিরান / ৩৭
পথিক / ৩৭
গগন গঙ্গার জোয়ারে / ৩৮
প্রতীক্ষা / ৩৯
চলেই যাব / ৪০
পাথরের পৈটা / ৪১
চৌচির মাটি / ৪২
পাল্টে যাচ্ছে / ৪২
সৈকতে প্রহরী / ৪৩
লাশ কত হাত বদলায় / ৪৪
অনুবাদ করতে পারি না / ৪৫
অন্তরে আছো লীন / ৪৬
গর্ভবতী নদী / ৪৭

শ্রাবণের সোনালি রোদ্দুর নামে অরণ্যে

আমি যখন
নদী পার
হয়ে
এলাম,
তখনো আমার পিঠে বাঁধা ছিলো বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত
‘গীতবিতানে’র একটি কপি।
এক কপি ‘লালসালু’
এক কপি ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’
এক কপি ‘অগ্নিবীণা’
আর
এক কপি ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’।
মাঝনদীতে আমি একবার শিশা’র মতো জলের গহিনে ডুবে যাচ্ছিলাম
আর সাঁতরাতে পারছিলাম না
নিজেকে বাঁচাতে কাঁধ থেকে ফেলে দেই
আমার
খাবারের পুঁটলি
আমার নীল কাপড়ের ব্যাগ
আমার এনআইডি কার্ড, ব্যাংকের ডেবিট কার্ড,
মানিব্যাগ।
তবু একগুচ্ছ বইয়ের সারি বেঁচে থাকে আমার পিঠের পাটাতনে।

সুরমা নদীর ওপারে উপত্যকায় যখন মাথা রাখলাম, আমি তখন ভীষণ ক্লান্ত
সূর্যের আলো তখনো ফোটেনি।
আমি এ দেশ থেকে পালাতে
চেয়েছিলাম,

সুরমা নদী সাঁতরে
পার হয়ে
কালচে নীল খাসিয়া পাহাড়ের কাঁটাতারের বেড়া টপকিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাব
ওপারে। আরও দূরে।
এই ভূমি
আমার
না...
এই
দেশ আমার করতে পারিনি এ আমার গতজীবনের ব্যর্থতা
এ আমার শিক্ষার ব্যর্থতা
এ আমার সুপরিকল্পনার ব্যর্থতা
এখানে আমরা সংঘটিত সংবিধান ফালি ফালি করে কেটে দেই
এখানে সংবিধানের ধারা-উপধারাগুলো ছিঁড়ে
শস্যের বীজতলায় বপন করি অনায়াসে।
এখানে
আমরা
জাতীয়
সংসদে পাস করা আইন সমবেত সকলে পায়ের নিচে দলে দেই
এখানে অনৈতিকতা আমাদের জাতীয় সম্পদ
এখানে ঘোষ লেনদেন আমাদের জাতীয় সম্পদ
এখানে রমণী ধর্ষণ আমাদের জাতীয় সম্পদ
এখানে নদী ধর্ষণ আমাদের জাতীয় সম্পদ
এখানে অরণ্য ধর্ষণ আমাদের জাতীয় সম্পদ।

এখানে
নদী
অভিসারে
বেরোয়, নদী প্রেমে বিফল হয়ে সরোবর হয়; কাঁদে বিষণ্ন দুপুরে। তাই আমরা নদীকে নির্মম হত্যা করি।
এখানে পাহাড় গর্ভবতী হয় না বলে আমরা পাহাড়কে হত্যা করি।
এখানে নির্জন অরণ্য গর্ভবতী হয়না বলে আমরা অরণ্যকে হত্যা করি।

এখানে রাতে জোছনা ভোরের শিশিরের প্রণয়ে মগ্ন হয়ে কাব্য লিখে
বাতাসের দুরন্ত ডানায়;
এখানে প্রণয় নিষিদ্ধ অলিখিত সংবিধানে
তাই আমরা নরম জোছনার শরীর ব্যবচ্ছেদ করে হত্যা করি ভোরের আলোয়।
শিশির বিহ্বল হয়ে কাঁদে বলে আমরা শিশিরকে হত্যা করি অবলীলায়
শ্রাবণের সোনালি রোদ্দুর এখানে অতীতের বিধ্বস্ত অরণ্য
এখানে শরতের সাদা মেঘ ফিকে হয়ে পতিত হয় সারি সারি বাঁধা লাশের ওপর
এখানে জোছনার শাদা আলো নিলামে তোলা হয় পুঁজিবাজারের নির্মিলিত অলিগলিতে।

এখানে অধিদপ্তর
বড়কর্তার মিরাসী সম্পত্তি...
আসনে বসে মহামানবের উপাধি গ্রহণ করেন,
টাকার বান্ডিল সিথানে পৈথানে রাখেন গোপনে
এ মহানুভবতা পত্রিকায় প্রকাশ পেলে
ধন্য
ধন্য
পড়ে যায়।
এখানে বাংলা একাডেমির সুনীল রবীন্দ্রাকাশজুড়ে মরুভূমির নির্যাতিত বিষাক্ত নুড়িঝড় বহে নিরবধি।
সংসদ ভবনের
চত্বরে রক্তাক্ত নুড়ির স্তূপ মাড়িয়ে এপাশ-ওপাশ করে ফণা তোলা একটি সাপ।
এখানে
শিল্পীর
আঁকা
ক্যানভাস থেকে রমণীরা বেরিয়ে চৈতালি হ্রদে জোছনায় স্নান সেরে ন্যুড শরীরে শানবাঁধা ঘাটে গর্ভবতী হয়।
এখানে

কুষ্টিয়ার
ছেঁউড়িয়ায়
লালন আশ্রমে
সন্ন্যাসিনীরা সারি বেঁধে দাবি করেন...লালন ফকির আমার প্রাক্তন প্রেমিক।

অনন্তযাত্রা

গহিন কান্তারের পথ ধরে
নিভৃতে চলি আমি নিরুদ্দেশে, দশদিকে শূন্য খোলা গগন চোখ রাখে পথে;
গভীর রাত্তিরে মহা শান্ত বন গানে নিমগ্ন...
বিমোহিত সুরের লহরী আমার দীর্ঘ পরিক্রমা ভুলিয়ে দেয়।
চাঁদের ডাক শুনি আমি দূর অরণ্য সীমান্তে;
বনের নীরবতায় অরণ্যের কান্না শুনি গভীর শূন্যতায়,
বুকে শূন্যতা জমা হয় অচেনা বিহঙ্গের গানে।

শিরদাঁড়া উঁচিয়ে চলি অসীমের পানে শূন্যতার গভীরে।
বৃক্ষেরা আমার নাম ধরে ডাকে
চাঁদের আলো আমার নাম ধরে ডাকে
রাত্তির নীরবতা আমার নাম ধরে ডাকে।
আমি শব্দহীন চলি কান্তরের পথ ধরে, অসীমের পানে।

আমি ক্লান্তহীন চলি অরণ্যে...
গভীর কান্তারে দেখি হঠাৎ মসৃণ ঘাসেল নিভৃত এক মাঠ,
মাঠে চাঁদ আমার অপেক্ষায় আছে
অরণ্যের নীরবতা আমার অপেক্ষায় আছে
বনের অলৌকিক প্রহরী আমার অপেক্ষায় আছে;
তারা স্বাগত জানায় মধুর গৌরবে অতিথিকে।
আমি আবেদন করি,
আমার অসীম পথের সহযাত্রী হলে যাবো অসীমের পানে।
আবেদনে সাড়া দেয়নি কেউ...
আমার শরীর ছড়িয়ে আমি মাঠে ঘুমিয়ে যাই,
আমার পড়শিরা জেগে থাকে অনন্ত সময় ধরে

আমাকে পাহারা দেয় নিভৃতে তারা পালা করে।

মহান অন্ধকার চিৎকার করে অসীমের ওপারে,
আমি জেগে উঠি, দেখি জোছনা মাঠের 'পরে বিছানা পেতে বসেছে রুপালি সাজে।
আমি জেগে উঠি এবং নেমে পড়ি পথে।
পথ আমাকে ডাকে—
চলতে থাকি অসীমের পানে, শূন্যতার দিকে।
পেছনে পড়ে থাকে গহিন কান্তার, আমার পড়শি আর আমার সোনালি অতীত।

ভাস্কর্যের পাদদেশে

সুলতানের ক্যানভাসে বিশাল বিশাল
ফিগারগুলো,
তোমরা নেমে আসো মাটিতে।
শীতলপাটি বিছিয়ে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলজুড়ে কিছুদিন ঘুমিয়ে থাকো,
এক দুপুর রাতে জেগে ওঠো...

চলো শামীম সিকদারের ভাস্কর্যের পাদদেশে,
চলো স্বোপার্জিত স্বাধীনতার পবিত্র সিঁড়িতে।
চলো অপরাজেয় বাংলার ভাস্কর্যের যুদ্ধে যাবার মুহূর্তে।
চলো রাজু ভাস্কর্যের ঐক্যের শেকলে:
ভাস্কর্যের ঘুমন্ত জীবনে আঘাত হানো,
তাদের ও জাগিয়ে তোলো...
বেরিয়ে পড়ো নিশ্চল এ ভাস্কর্য থেকে
দখল করো আদিম এ জন্মভূমি।

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এ বদ্বীপজুড়ে শনির হাত পড়ছে।
এখানে আমরা চিৎকার করি, কেউ শোনে না...
এখানে মানুষ মরে, কেউ দাহ করে না
এখানে অপরাধের হিমালয় জেগে ওঠে, বৃষ্টি নামে না।

বদ্বীপকে কসাইরা টুকরো টুকরো করে, কেউ ময়নাতদন্তে আসে না।
মেঘালয়ের পাহাড় থেকে প্রাগৈতিহাসিক ঝরনার জলের বাঁধ ভেঙে দাও তোমরা...
ঝরনার জলে ভেসে নেয়ে পবিত্র হয়ে উঠুক আমার গোটা বদ্বীপ।

আমি ক্রীতদাস নই

আমি
বিক্রীত
কোনো ক্রীতদাস নই,
কিন্তু আমি ক্রীতদাস। আমি দলিলে বিক্রি হই না,
আমি হাতে হাতে বিক্রি হই।
আমি আইনে বিক্রি হই না, আমি দরকষাকষি করে বিক্রি হই।
আমার মগজে বরশি গেঁথে টোপ ফেলা হয় জলহীন সরোবরে...
যেনো আমার মগজের টানে জল পূর্ণ হয় কানায় কানায়।
কিন্তু সরোবরে জল আসে না।
আমি সিপাহীর নজরদারির মধ্যে থাকি সারা বেলা
কিন্তু আমি পালাই না...
আমি বিক্রীত কোনো ক্রীতদাস নই
তবু আমার চেতনাকে নিলামে তোলা হয়
তবু আমার ক্ষীণ জ্ঞান-বুদ্ধিকে নিলামে তোলা হয়
আমার মগজ নিলামে তোলা হয় প্রত্যহ।

ক্রেতারা আমার চেতনাকে রোদে শুকাতে দেয় অট্টালিকার গম্বুজে;
ক্রেতারা আমার জ্ঞান-বুদ্ধিকে শব্দে শব্দে সিদ্ধ করে বিশাল বিশাল লোহার কড়াইয়ে।
আমার মগজ মিহি সুতার জালে ফেলে ছেঁকে ছেঁকে যাচাই করে মহাজন।
তবু আমি ধরা পড়ি না মহাজনের শেকলে।

আমি নাটাইয়ে বাঁধা ঘুড়ি নই
তবু আমার পাঁজরে বেঁধে টেনে নেওয়া হয় খোলা মাঠের দিকে।
বৈশাখে, জ্যৈষ্ঠে, হেমন্তে।

আমার পাঁজর ভেঙে যায়
তবু আমি চিৎকার করি না জনসম্মুখে
আমি হাতড়ে খুঁজি মানুষ জনতার ভিড়ে,
কোনো মানুষ আমাকে জড়িয়ে ধরে না কোনো কালে।

ইউক্রেন, আমার জন্মভূমি

মাইন বুকে বেঁধে সুইচ টিপে দিবো আমি...
কারণ বুকের জমিন থেকে জন্মভূমির ধূসর মাটি আমার অধিক প্রিয়।
সীমান্ত পাহারা দেবে আমার বিচ্ছিন্ন পাঁজর
সীমান্ত পাহারা দেবে আমার ফুটানো মাইনের লাল টুকরোগুলো।
মা'কে পাহারা দেবে আমার কর্ষিত ক'টুকরো মাংসপিণ্ড
আমার সন্তানকে পাহারা দেবে আমার হাতের নিথর বিচ্ছিন্ন কব্জি
আমার নদীর জল আমার রক্তের চেয়ে পবিত্র
কর্ষিত ফসলি ভূমি আমার জীবন।

তুমি কে? দখল নিতে এসেছ আমার মাতৃভূমি
তুমি কে? দখল নিতে এসেছ আমার প্রিয়তমার শরীর
তুমি কে? আমার দশ বছরের কিশোরী কন্যার স্কুলের মাঠে তাঁবু গেড়ে মারণাস্ত্রে শান দিচ্ছ?
তুমি কে? আমার শিশুপুত্রের খাবারের কারখানায় বোমা ফুটাতে চাও?
তুমি জল্লাদ পুতিনের লাল সৈনিক?
কিন্তু তুমি জেনে রাখো সৈনিক...
আমার রান্নাঘর এখন অস্ত্রের কারখানা
তুমি জেনে রাখো
আমার দশ বছরের কিশোরী এখন অস্ত্র চালাতে পারে
আমার প্রিয়তমা এখন অস্ত্রাগারের দক্ষ শ্রমিক
আমার অন্ধ পিতা এখন গেরিলা যোদ্ধার নির্ঘুম প্রশিক্ষক।
জেনে রাখো, আর এক পা তুমি এগোবে না
আমার মাটির এক ইঞ্চিও তোমার দখলে যেতে দেব না
প্রতি ইঞ্চিতে জেগে উঠবে একজন দেশপ্রেমিক

প্রতি ইঞ্চিতে জেগে উঠবে একজন যোদ্ধা
আমার মাটিকে আমি কথা দিয়েছি
তুমি আমার মাটি ছোঁয়ার আগে বুকে মাইন বেঁধে উড়িয়ে দেবো তোমার ট্যাংক
উড়িয়ে দেবো তোমার শরীর...
আমার শরীর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, আমার পুত্র এসে বুকে মাইন বেঁধে সুইচ টিপে দেবে
তারপর আসবে আমার কিশোরী কন্যা।

আমার স্কুলের শিক্ষক আজ শরণার্থী ক্যাম্পে
আমার সমাজকর্মী আজ শরণার্থী ক্যাম্পের লাইনে অপেক্ষমাণ এক টুকরো রুটির জন্য।
আমার বিচারক আজ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভিন দেশে উদ্বাস্তু
নববধূরা ভিনদেশের তাঁবুর নিচে বসে অপেক্ষা করছে তার প্রিয়জনের
বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষক ছাত্র গবেষণাগার ফেলে আজ রণাঙ্গনে,
তার পিঠে ঝুলছে মারণাস্ত্র।
অধ্যাপকের লাশ পড়ে আছে মহাসড়কের গভীর খাদে
আমার বিশ্ববিদ্যালয় আজ হাসপাতাল
আমার ব্যাংকভবন এখন সৈনিকের বাংকার
আমার খাদ্যগুদাম এখন অস্ত্রাগার
আমার মহল্লা এখন সুনসান কবরস্থান
আমি দেখেছি মহাসড়কের ওপর
কোনো এক শিশুর একটা ফুটবল।
একফালি জুতো।
এক প্যাকেট চকলেট।
একটা ফিডার।
ছোট ট্রাউজার।
দেখেছি, বোমার আঘাতে ভস্মীভূত দশতলা অট্টালিকা
এখনো শুনতে পাচ্ছি মানুষের করুণ গুঙানি
দেখতে পাচ্ছি ইউক্রেনের আকাশে কালো ধোঁয়া
শ্বাস নিতে দূষিত অক্সিজেন যাচ্ছে আমার ফুসফুসে